নয় বলেই আমাদের মনে হয়। তুর্গেনেভের নাম ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হিসাবে তলস্তয় বা দস্তয়েভ্স্কির নাম যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় তার কারণ তাঁদের অনেক লেখায় বাস্তবতাবাদী মনোভাব। কিন্তু সঠিকভাবে রুশ বাস্তবতাবাদী লেখক বলতে আমরা বুঝি দুজন কথাসাহিত্যিককে—এঁরা হলেন 'এ থাইজ্যান্ড সোল্স্'-এর লেখক এ. এফ. পিসেম্স্কি এবং 'ওব্লোমোভ'-এর রচয়িতা আইভ্যান গঞ্চারভ।

ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অন্যত্র এই আন্দোলনের স্বীকৃতিধন্য উপন্যাসের কথা ভাবতে গেলে আমাদের মনে পড়বে নরুইজীয়ান সাহিত্যে নুট হ্যামসুনের কথা—তাঁর 'দি হাঙ্গার' এক সময় আমাদের কল্লোলীয়দের জীবনবেদ ছিল। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্যে ইবসেন এবং জর্নসন, বিশেষ করে ইবসেনের নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'এ ডল্স্ হাউস' বা 'অ্যান এনিমি অব্ দি পীপল'-এর সঙ্গে আমরা বিশেষ ভাবে পরিচিত। ইতালীয় সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ছিলেন অ্যালবার্তো মোরাভিয়া এবং বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের নাম সেখানে হয়েছিল Verismo। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সাহিত্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির দ্বারা এই আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা হলেন স্পেনের ক্যামিলো সেলা, পর্তুগালের জেইমে ব্লাসিল, জার্মানীর Hauptmann প্রভৃতি। ইউরোপ ছাড়াও, আমেরিকাতেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, যদিও একটু বিলম্বে। কবি হুইটম্যানের উল্লেখ আমরা আগেও করেছি, কুপারের উল্লেখ এই প্রসঙ্গেই করা যায়। তবে আমেরিকায় বাস্তবতাবাদকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন থিওডোর ড্রেইজার। পরবর্তীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জেম্স্. টি. ফ্যারেল, ইউজিন ও' নীল, আপটন সিনক্লেয়ার প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের অভিঘাত এসেছে বেশ কিছুটা দেরি করে। প্রধানত 'কল্লোল' ও অন্য কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কথাসাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত যে সময়, সেই সময়েই কিছু তরুণ সাহিত্যিক এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক ভাবে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনকে আত্মস্থ করেন জগদীশ গুপ্ত।

● বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের লক্ষণ

ভাববাদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা ও বিদ্রোহের জন্যই যখন বাস্তবতাবাদের জন্ম তখন সাহিত্যসৃষ্টিতে এই মতবাদের উদ্দেশ্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। কথাসাহিত্যে এর লক্ষণ সেই কারণেই বুঝে নেওয়া মোটেই শক্ত নয়। এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ প্রকৃতই যা তাকে ঠিক সেইভাবে চিত্রিত করা। অর্থাৎ মানুষ যেমন হলে ভালো হতো, আমাদের যেরকম মানুষের আচার-আচরণ দেখতে বা পড়তে ভালো লাগে, তা নয়; মানুষের যেমন হওয়া উচিত, হলে ন্যায়নীতি সব বজায় থাকে, সেরকমও নয়; মানুষ তার সভ্যতা বা কৃত্রিম আচরণের আড়ালে ঠিক যেরকম, তার প্রসাধনহীন সেই চেহারাটিই বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকগণ পছন্দ করে থাকেন।

এ ছাড়াও অন্যান্য যেসব লক্ষণের দ্বারা বাস্তবতাবাদী কথাসাহিত্য চিহ্নিত, সেগুলিকে আমরা এইভাবে উল্লেখ করতে পারি :

Scanned with CamScanner

এক॥ উপন্যাস রচনার জন্য তার বিষয়বস্তু আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেটা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল সেই বিষয়ের treatment বা সুষ্ঠু ব্যবহার।

দুই॥ রচনা-প্রকরণ এমন হওয়া উচিত যাতে লেখক সেই রচনায় একেবারেই অনুপস্থিত থাকতে পারেন। লেখকের স্বরূপ রচনায় অনধিগম্য হওয়াটাই সাহিত্যের পক্ষে সবচেয়ে কাম্য এবং দৃঢ় বস্তুধর্মিতা বা objectivity এবং নিরপেক্ষতাই সাহিত্যকে জীবনের সমান্তরাল করে তুলতে পারে।

তিন॥ সাহিত্য সম্পর্কে একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, লেখক কোনো বিশেষ মতবাদ দ্বারা পুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের কাজ মোটেই প্রচার করা নয়—তা আমাদের জীবন ও মানুষের সত্য অবহিত করায় মাত্র।

চার॥ একেবারে বিষয়বস্তু বলতে কিছুই নেই, এরকম উপন্যাস রচনা করাও অসম্ভব নয়।

Scanned with CamScanner

প্রতিবাদ জানানো হয় সেই সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হবার কোনো দরকার নেই, বরং এই মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জন ডি. জাম্প তাঁর The Critical Idiom: Realism গ্রন্থে যা বলেছেন তাই এখানে উদ্ধৃত করা যায়—"It claimed that the objects of perception are objects and have a real existence outside the perceiving mind."

একে বলা যায় বাস্তবতাবাদী দার্শনিক আন্দোলনের সূচনা। বেশ কিছুদিনের মধ্যেই এই দর্শনচিন্তা প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় চেতনাকে অধিকার করে ফেলে। দার্শনিক জগতে যখন ভাববাদ প্রবল ছিল, সাহিত্যেও তখন ছিল ভাববাদী সাহিত্যেরই প্রাধান্য, স্থূলভাবে যাকে বলা হয় রোম্যান্টিক সাহিত্য। দার্শনিক জগতে বাস্তবতাবাদ যেমন আক্রমণ করেছে Idealism-কে, সাহিত্যিক জগতে তা আক্রমণ করেছে রোম্যান্টিক মতবাদকে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, অর্থাৎ একেবারে এক কথায় বাস্তবতাবাদের স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে বলতে হবে, মানুষকে তা দেখাতে চেয়েছে objectively বা বস্তুগতভাবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে 'বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা।' রোম্যান্টিক সাহিত্যিকরা জীবনের যে-চিত্র প্রকাশে উৎসাহী ছিলেন তা জীবনের এক কাম্য রূপ, আদর্শায়িত রূপ—যথাযথ রূপ নয়; পক্ষান্তরে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকরা যে কাজটি করলেন সমালোচকের ভাষায় তা এই রকম—"It (Realism) observes life as it is in its wholeness and complexity with the least possible prejudice on the part of the artist."

● বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের উদ্ভব

বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রথম ফসল উপন্যাস এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গুস্তাভ ফ্লবেয়রের 'মাদাম বোভারী'-ই প্রথম বাস্তবতাবাদী উপন্যাস, এই রকম একটা ধারণা প্রচলিত থাকলেও সমালোচক Frank O' Conner এই মতের প্রতিবাদ করেছেন এবং উপন্যাসে এই আন্দোলনের পথিকৃতের সম্মান দিতে চেয়েছেন একযোগে চারজনকে—তুর্গেনেভ, তলস্তয়, অ্যান্টনি ট্রোলোপ এবং গুস্তাভ ফ্লবেয়রকে। আমরা এর সঙ্গে অপর এক শক্তিশালী ঔপন্যাসিক জর্জ এলিয়টের (মেরি অ্যান ইভান্স) নামও যুক্ত করতে পারি। কবিতায় অবশ্যই বাস্তবতাবাদ প্রবর্তনের সম্মান আমাদের দিতে হবে আমেরিকার কবি হুইটম্যানকে তাঁর 'Leaves of Grass' কাব্যগ্রন্থের জন্য। অবশ্য তা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে একথা অনেকেই স্বীকার করে নেন যে, বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ফরাসী সাহিত্যে।

যে সাহিত্যেই বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটুক, অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্য বা কন্টিনেন্টাল সাহিত্যকে তা আলোড়িত করেছে। ইংরেজি উপন্যাসে এর অভিঘাত কিছুটা কম বলে মনে হলেও জর্জ এলিয়টের 'সাইলাস মার্নার', 'মিল অন দি ফ্লস' প্রভৃতি উপন্যাস, জর্জ মুরের 'এ সামারস্ ওয়াইফ', সামারসেট মমের 'লিজা অব ল্যামবেথ্', জন গল্‌স্‌ওয়ার্দির 'ভিলা রুবেন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বাস্তবতাবাদী উপন্যাস সেখানে ক্রমান্বয়ে লেখা হয়েছে। এই আন্দোলনের একজন সমর্পিতপ্রাণ মানুষ ছিলেন আর্নল্ড বেনেট।

রুশ সাহিত্য বাস্তবতাবাদী আন্দোলনে খুব বেশি আলোড়িত হয়েছে। এই আন্দোলনের স্বপক্ষে যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, তেমনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সংখ্যাও বিশেষ কম

Scanned with CamScanner

ঘ. রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম

রিয়ালিজম বা বাস্তবতাবাদকে একটি বিশেষ সাহিত্যিক মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে কোনো কোনো সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন, সাহিত্যে সর্বদাই আমরা বাস্তবকে মান্য করতে চাই, অবাস্তব বা অসত্য নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে না। সুতরাং সাহিত্যে বাস্তবতা কোন বিশেষ সময়ের প্রার্থিত ব্যাপার হতে পারে না। এই ধরনের মতাবলম্বী এক সমালোচক G. H. Lewes-এর মন্তব্য—"Art always aims at the representation of Reality, *i.e.* of Truth; and no departure from Truth is permissible."

এইভাবে যখন 'বাস্তবতা' শব্দটিকে গ্রহণ করা হয় তখন কিন্তু সাহিত্যে বাস্তবতার আপেক্ষিক ধারণার কথাই ভাবা হয়। সাহিত্যে কখনো বাস্তব উপাদান কম থাকে, কখনো বেশি থাকে, কিন্তু সাহিত্যে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের কথা যখন আমরা বলি তখন বিশেষভাবে এমন এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত সাহিত্য-পর্যায়কে বুঝিয়ে থাকি যার তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিপুলভাবে স্বীকৃত হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হওয়ার পর একে বলা যেতে পারে এক নতুন আরম্ভ। এই আন্দোলন বিশেষ এক ভৌগোলিক অঞ্চলে উদ্ভূত হয়ে ক্ষণকালের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এমন আন্দোলনও নয়। এই বিষয়ে এক দীর্ঘ সংকলনের সম্পাদক G. J. Becker তাঁর Documents of Modern Literary Realism গ্রন্থে বলেছেন—"Realistic Movement ... shook the academies and the public more deeply than any other literary movement in history."

বাস্তবতাবাদী আন্দোলন সাহিত্যে উপস্থিত হবার আগেই এর উদ্ভব ঘটেছিল দার্শনিক জগতে, সুতরাং বাস্তবতাবাদের সেই দার্শনিক আন্দোলন এবং ভাববাদের বিরুদ্ধে তার প্রতিক্রিয়ার কথাই আমাদের জেনে রাখা দরকার।

স্থূলভাবে দেখতে গেলে ভাববাদ বা Idealism-এর প্রতিক্রিয়াতেই গড়ে উঠেছিল দার্শনিক জগতে বাস্তবতাবাদী আন্দোলন। আরো স্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম বিচার করলে বলতে হবে, ভাববাদের যে-দুটি প্রধান ধারার বিরুদ্ধে বাস্তবতাবাদী দর্শনের প্রতিবাদ, দার্শনিক পরিভাষায় তাদের নাম যথাক্রমে Conceptualism এবং Nominalism। প্রথম মতবাদটির মূল কথা, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু-সম্পর্কিত ধারণাই আমাদের মন তৈরি করে নেয়, মনের বাইরে তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। Nominalism-কে আরো উগ্র ভাববাদ বলা চলতে পারে। এই মত মানতে গেলে বলতে হবে, পার্থিব বস্তু বলে ভ্রান্ত ভাবে যা গ্রহণ করা হয় তার কোনো প্রকৃত অস্তিত্ব তো নেইই, এবং তা কিছু নামের সমষ্টি ছাড়াও আর কিছু নয়। ভাববাদী দর্শনের এই দুটি ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় প্রথম অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়, টমাস রীডের 'কমন সেন্স' স্কুলে। কীভাবে

Scanned with CamScanner

কাজেই মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে রোম্যান্টিক এবং ক্ল্যাসিক মনোভাব থাকতেই পারে, সেটাকেই বরং সুস্থতার লক্ষণ বলে আমরা মনে করি। এ কথা বেশ স্পষ্ট করেই বলা যেতে পারে, রোম্যান্টিক মনোভাবের সঙ্গে বাস্তবতাবাদের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ক্ল্যাসিক মনোভাবের কোনো অহি-নকুল সম্পর্ক নেই, বরং এরা একে অন্যের পরিপূরক ভাবটাই সত্যবুদ্ধির পরিচায়ক।

● বাংলা সাহিত্যে ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক যুগ

প্রায় হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যকে যদি সামগ্রিকভাবে বিচার করা যায় এবং সাধারণভাবে কোন্ সময়ে কবিদের মধ্যে ক্ল্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কোন্ সময়ে রোম্যান্টিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় তবে একথা বলতেই হবে যে সুদীর্ঘ প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সম্পূর্ণটাই রোম্যান্টিক যুগ আখ্যা দেওয়া উচিত। একথা অবশ্য ঠিক যে বিদ্যাপতির কাব্যে বা গোবিন্দদাসের কখনো কোনো পংক্তিতে কিছুটা ক্ল্যাসিক সংযম ফুটে উঠলেও, সাধারণ ভাবে দীর্ঘ সময়কে আমরা রোম্যান্টিক যুগ হিসাবেই অভিহিত করতে পারি।

মধ্যযুগের একেবারে শেষ পর্বে ভারতচন্দ্রে এসে আমরা প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন পাই। বিষয়ের মধ্যে গৌরবের বা আকর্ষণের কিছু খুঁজে পাননি ভারতচন্দ্র, কাজেই ভাষা এবং আঙ্গিকের প্রসাধনকলাতেই তাঁকে বেশি যত্নবান হতে হয়েছে, ফলে মধ্যযুগের এই Supreme literary craftsman-এর মধ্যে প্রথম আমরা পাই ক্ল্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেই অনুসারে ভারতচন্দ্রের সময়কে আমরা আখ্যা দিতে পারি বাংলা সাহিত্যের Neo-classic যুগ।

তবে বাংলার জলবায়ুর গুণেই হোক, অথবা বাঙালীর বিশিষ্ট মানসিকতার জন্যই হোক, ক্ল্যাসিক-পর্ব আমাদের সাহিত্যে বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। পারেও নি তা, ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই কবিওয়ালাদের সংযমহীন কাব্যচর্চা এবং উচ্ছৃঙ্খল নিয়মহীন মাতামাতিতে আবার ফিরে এসেছিল রোম্যান্টিক যুগ; বা রোম্যান্টিক যুগও নয়, বলা ভালো অসুস্থ রোম্যান্টিকতা বা Romantic extravagance-এর যুগ।

আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে সেই সময় কিছু শিক্ষিত বাঙালী কবি বাংলা কবিতাকে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে গুরুগম্ভীর বিষয়, সংযত কাব্যভাষা এবং সাহিত্যনির্মিতির কঠিন নিয়মের অনুশাসন প্রবর্তিত করেন। আটত্রিশ বছরের এই যুগের একপ্রান্তে আছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এবং অন্যপ্রান্তে নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রভাস' কাব্য। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়টি অবশ্যই ক্ল্যাসিকাল যুগ এবং সাহিত্যের ইতিহাসও তাকে স্বীকার করে কৃত্রিম বীর যুগ বা Mock Classical age হিসাবে।

পরবর্তীকালে এসেছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী, বাংলা গীতিকাব্যের পথিকৃৎ হিসাবে অর্থাৎ পরবর্তী রোম্যান্টিক যুগের প্রবর্তক রূপে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'ভোরের পাখি' এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি বিশাল যুগ ও রোম্যান্টিক বলয় সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই রবীন্দ্র-যুগ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্য একদল কবি যে রবীন্দ্রবিরোধী কাব্যসাধনা করেছেন এবং রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বা সাধারণভাবে আধুনিক

Scanned with CamScanner

এক॥ বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিতে প্রথানুগত্য স্বীকার না করে নতুন কিছু ভাববার চেষ্টা করা রোম্যান্টিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। অন্তত এই রকম একটি ঘোষণাপত্র বহন করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রথম রোম্যান্টিক কাব্যসংকলন লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্। তাতে অবশ্য এও বলা হয়েছিল যে এই কাব্য-আন্দোলনে কবিতা হবে সাধারণ মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের ভাষায়। বলা বাহুল্য ক্ল্যাসিক সাহিত্য ছিল অভিজাতদের জন্য, অভিজাত ভাষায়। এ ছাড়া দূর এবং অতীতের প্রতি আকর্ষণ এবং ভালবাসাও ছিল রোম্যান্টিক মানসিকতার বৈশিষ্ট্য। মনোভাবটি স্পষ্ট বোঝা যাবে শেলির কথা থেকে—

"I always seek in what I see.– the likeness of something beyond the present and tangible object."

দুই॥ রোম্যান্টিকতার প্রতিষ্ঠাতা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের ধারণা ছিল, ভাল কবিতা মানেই হচ্ছে "The spontaneous overflow of powerfull feelings." অর্থাৎ তীব্র অনুভূতির একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। অবশ্য সেই অনুভূতি টাটকা অবস্থায় প্রকাশ করতে গেলে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে, প্রশান্ত অবস্থায় তার স্মৃতিই কবিতা রচনার যোগ্য। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কবিতার জন্ম হবে, অথবা সাধনা, চেষ্টা ও পরিমার্জনার দ্বারা কৃত্রিমভাবে তা জন্মগ্রহণ করবে, এই ব্যাপারেই ক্ল্যাসিকের সঙ্গে রোম্যান্টিক দৃষ্টির একটি প্রধান পার্থক্য। কৃত্রিম ব্যাপারটাই রোম্যান্টিকদের পছন্দ নয়, কীট্‌স্ বলেছেন—"If poetry comes not as naturally as the leaves to a tree it had better not come at all."

তিন॥ প্রকৃতির প্রতি সমর্পিতপ্রাণ ভালবাসা রোম্যান্টিক কবিদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এর আগে প্রকৃতির সঙ্গে কবিদের সম্পর্ক ছিল না এমন নয়, কিন্তু প্রকৃতির এমন বিমুগ্ধ বর্ণনা, প্রকৃতির সঙ্গে গভীর একাত্মতা আগে পাওয়া যায়নি বলেই এঁদের আর এক নাম ছিল 'নেচার পোয়েটস।' অবশ্য শুধু 'প্রকৃতির কবি' হিসাবে এঁদের চিহ্নিত করাটা ঠিক নয়, কারণ এঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃতিতেই নিজেদের সীমিত রাখেননি—মানবচরিত্র এবং মানবঅনুভূতির সঙ্গে এর অনিবার্য সম্বন্ধে উপনীত হয়েছেন। কারণ মানুষই যে তাঁদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, একথা রোম্যান্টিক কবিরা বলেছেন।

চার॥ ক্ল্যাসিক সাহিত্যের সঙ্গে রোম্যান্টিক সাহিত্যের আর একটি প্রধান পার্থক্য ক্ল্যাসিক সাহিত্য objective বা তন্ময়, রোম্যান্টিক সাহিত্য subjective বা মন্ময়। ক্ল্যাসিক কবি বিষয় হিসাবে বেছে নেন অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তি, রোম্যান্টিক কবির বর্ণনীয় বিষয় তিনি নিজেই—তাঁর আত্মভাবই ফুটে ওঠে নানা উপলক্ষের মধ্য দিয়ে। এ কথা শুধু রোম্যান্টিক কবিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, গদ্য সাহিত্যিকরাও এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই কারণেই আমরা পেয়েছি হ্যাজলিট এবং চার্ল্‌স্ ল্যাম্বের হাতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ; ডি কুইন্সির 'Confession of an English Opium Eater'-এর মতো অধ্যাত্মরসের বুদ্ধিদীপ্ত আত্মজীবনী; কোলরিজের 'Biographia Literaria'-এর মতো অসাধারণ গ্রন্থ। মোট কথা, রোম্যান্টিক কবি যখন আত্মস্থ ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা করেন তখন সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা তাঁর স্মরণ থাকে না, তিনি তখন এক একক ব্যক্তিত্ব।

পাঁচ॥ সম্ভবত ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবেই প্রথম একটা মনোভাব রোম্যান্টিক কবিদের তৈরি হয়েছিল যে, সর্বাত্মক একটা পরিবর্তন, বিশাল কাব্যাদর্শের বদল তাঁরাই ঘটাতে

Scanned with CamScanner

আমরা সাহিত্যিক মতবাদ হিসাবে যে সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়ায় এর জন্ম তাই উল্লেখ করেছি, কিন্তু এর মূল আছে দার্শনিক জগতে। সেই দার্শনিক ভিত্তির পরিচয় দিলেই রোম্যান্টিসিজ্‌মের প্রাণশক্তির রহস্য বোঝা যাবে।

দার্শনিক জগতের দুটি বিশিষ্ট মতবাদ রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভব সম্ভব করেছে—রুশোর বিদ্রোহমূলক জীবনসৃষ্টি এবং অন্যদিকে জার্মানীর দার্শনিক কান্ট ও হেগেল প্রবর্তিত Transcendentalism বা তুরীয়বাদ। এর সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্রবল অনুপ্রেরণা তো আছেই। রুশোর জীবনদর্শন আমরা পাই মূলত তাঁর The Social Contract গ্রন্থে, তবে Emile, New Heloise প্রভৃতি গ্রন্থেও তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ হিসাবে মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব ও মর্যাদা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের অনিবার্য ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, প্রেমের সুতীব্র শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে রুশোর বিপ্লবাত্মক চিন্তা কেবল যে দার্শনিক জগতে আলোড়ন এনেছিল তাই নয়, তৎকালীন জনমানসেও তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অত্যন্ত তীব্র।

একই কথা বলা যায় জার্মানে উদ্ভূত দার্শনিক আন্দোলন সম্বন্ধে। বস্তু জগৎ যে অসম্পূর্ণ, কবির অনুভূতির দ্বারা সঞ্জীবিত না হলে যে তার অখণ্ড সৌন্দর্য ধরা পড়ে না সে কথা কান্টই প্রথম উপলব্ধি করেন ও সে মত প্রচার করেন। এর ফলে এমন এক উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় যা রুশোর মতের চেয়েও তীব্র। এর পরবর্তী দার্শনিক তত্ত্ব মন ও জড়ের অদ্বৈত সম্পর্কও সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করে। অবশ্যই এর সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব আছে এবং এই তিনটি ব্যাপার সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের প্রতিষ্ঠায় বিপুলভাবে সাহায্য করেছে।

● রোম্যান্টিকতার সংজ্ঞা

রোম্যান্টিসিজমের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ যে কত কঠিন তা এর সুপ্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা বিচার করলেই বোঝা যাবে। ওয়াট্‌স্ ডানটনের মতে তা বিস্ময়-রসের পুনরুজ্জীবন, ওয়াল্টার পেটারের মতে তা সুন্দরের সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপারের পরিণয় (strangeness added to beauty), ভিক্টর হুগোর মতে তা সাহিত্যের উদারপ্রাণতা, দার্শনিক ব্রুনেতিয়ের-এর মতে একে বলা যায় সাহিত্যের আত্মমুক্তি, আবার অনেক সমালোচক একে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া বা প্রকৃতির রহস্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করা বুঝিয়েছেন। এর মধ্যে সমালোচক হারফোর্ড 'দি এজ অব ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ' গ্রন্থে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন—'An extraordinary development of imaginative sensibility', তাকেই রোম্যান্টিকতার সবচেয়ে উপযোগী সংজ্ঞা বলে বিবেচনা করা যায়।

● রোম্যান্টিকতার লক্ষণ

এবার ক্ল্যাসিসিজমের মতোই রোম্যান্টিকতার লক্ষণগুলি আমরা সূত্রাকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবো।

শুনেছেন 'রৌদ্রমাখানো অলস বেলায় তরুমর্মরে ছায়ায় খেলায়' মত্ত হয়েই। 'মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই'—এই বেদনা আসলে 'কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার' সে কথা চিন্তা করেই, মাটির পৃথিবী থেকে সৌন্দর্যের অধরা লোকে বিলুপ্ত হবার জন্য নয়। যথার্থ রোম্যান্টিকতার সাধনা মাটির পৃথিবীতে সেই অধরা মাধুরী সৃষ্টি করবার, তা অনুভব করবার।"

Scanned with CamScanner

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নিওক্ল্যাসিক সাহিত্যিকগণ ফর্মসর্বস্বতা এবং রুচিবাদ (decorum) নিয়ে এমন প্রাণহীন সাহিত্যের দিকে ঝুঁকতে থাকেন যে এই জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমা হতে থাকে। আকাশের তারাগুলি ছড়ানো-ছেটানো কেন, তাদের সুসজ্জিত করা হয়নি কেন, পাহাড়গুলি এমন দৃশ্যকটুভাবে উঁচু নিচু কেন—ইত্যাকার আক্ষেপও আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধে ক্ষীণ বিদ্রোহ জানাতে থাকেন গ্রে, ব্লেক, বার্নস প্রভৃতি কবি এবং তার ফলেই ইংরেজি সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের সূত্রপাত ঘটে।

অনেকে মনে করেন ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের সূত্রপাত ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লব থেকে, আবার মতান্তরে—এবং এই মতটিই বেশি গৃহীত হয়েছে, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ এবং কোলরিজের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Lyrical Ballads প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রোম্যান্টিক যুগের প্রবর্তন ঘটে। এঁদের প্রধান কথাই ছিল, সাহিত্যের অনুভূতির জন্ম নেয় হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়—সাহিত্যসৃষ্টি করতে হবে হৃদয় দিয়েই, বুদ্ধি দিয়ে নয়।

অবশ্য এইভাবে এক কথায় রোম্যান্টিকতার বা সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যথার্থ রোম্যান্টিক মানসিকতা বোঝানো আরো শক্ত। কারণ সাধারণভাবে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা, তা যেমন করেই হোক তৈরি হয়েছে যে, রোম্যান্টিক বলতে বোঝায় জীবনবিমুখ এবং কল্পনাবিলাসী এক ধরনের সাধনা—কখনো তা ধ্রুপদী সংযমের বিরোধী, কখনো কল্পমায়ার অধ্যাত্মলীলা। এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা যে তৈরি হয়েছে তা পাশ্চাত্য সমালোচকও জানে, সেইজন্যই তিনি বলেন—

> "One poet is romantic because *he falls in love*, another romantic because he *sees a ghost;* another romantic because he *hears a cuckoo;* another romantic because he is *reconciled to the church.*"

আসলে রোম্যান্টিকতা সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা আমাদের তৈরি হবার কারণ হল রোমান্টিকতার এক ধরনের অতিরেক, ইংরেজিতে যাকে বলে Romantic extravagance; এবং এই অতিরেকের আর একটি দিকই হল Romantic transcendentalism বা রোম্যান্টিক অতীন্দ্রিয়বাদ। বস্তুত, বিশুদ্ধ রোম্যান্টিকতার সঙ্গে জীবনবিমুখতার কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতেই পারে না। কারণ জীবনকে বলিষ্ঠ, সুন্দর এবং আরো সজীব প্রাণময়তা দেবার জন্যই তো ছটফট করেন রোম্যান্টিক শিল্পীরা।*

---

* এ বিষয়ে 'কবি নজরুল ও সঞ্চিতা' গ্রন্থে সংকলিত আমার 'রোম্যান্টিক নজরুল : প্রেমের কবিতা' প্রবন্ধ থেকে সামান্য অংশ উদ্ধার করি :

"সুস্থ রোম্যান্টিকতা আসলে এক বিশেষ জীবনদৃষ্টি। সেখানে ব্যক্তিসত্তা অত্যন্ত প্রবল কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবকে তা প্রত্যাখ্যান করে না—বাস্তবকে সহনীয়, মহৎ ও সুন্দর করে তোলার প্রত্যয়ী স্বপ্ন দেখে, জীবনকে আরো বরণীয় ও কাঙ্ক্ষিত করে তোলার সমূলক সম্ভাবনা চিন্তা করে। ... রোম্যান্টিক কবিদের অগ্রগণ্য শেলি গগনবিহারী স্কাইলার্ককে দেখে মুগ্ধ হন তখন তিনি মুক্ত জীবনের স্বপ্নসম্ভাবনার পুলকেই আবিষ্ট বোধ করেন ... বাংলা কবিতায় রোম্যান্টিক ভাবনার অগ্রনায়কও বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরি শুনেছেন, কিন্তু তা

Scanned with CamScanner